ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতার উদ্যোগে রাস্তা মেরামত

এলাকার মানুষের ভোগান্তি কমাতে ভাঙা রাস্তা স্ব উদ্যোগে মেরামত করলেন ঝিনাইদহ সদর থানা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক নুরে আলম বিপ্লব।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজার থেকে সোনারদাইড় পর্যন্ত রাস্তাটি এবারের ভারী বর্ষণে বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দের সৃষ্টি হয়। এতে করে রাস্তাটি চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব।

রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলরত ভ্যান চালক মহিরদ্দিন বলেন, হলিধানী বাজার থেকে বাজার গোপালপুর রাস্তায় মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা হওয়ার কারনে চলতে অনেক সুবিধা হয়, বিপ্লব বাবাজি রাস্তা ঠিক করছে দেখছি, রাস্তাটি ঠিক হলে সকলের উপকার হবে।

ওই এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ী ইউনুছ আলী (৫৫) বলেন, এ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জেলা সদরসহ ঝিনাইদহ শহরে যাতায়ত করে শত শত মানুষ। এ রাস্তা দিয়া নিয়মিত, ইজিবাইক, অটো, ভ্যান ও নসিমন, আলমসাধু পিকাপ গাড়ি চলাচল করে। যুবলীগের নেতা নুরে আলম বিপ্লব মানুষের কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন। তার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ বিষয়ে যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব বলেন, ‘আমার নিজ এলাকা হলিধানী বাজার হতে সোনাদাড়ি পর্যন্ত গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল দশা, কিছু কিছু রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।

রাস্তাটি চলাচলের অনুপোযী হলে আমি নিজ উদ্যোগে হলিধানী বাজার হতে সোনারদাইড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করার কাজ শুরু করেছি। রাস্তা মেরামতকালে উপস্থিত ছিলেন, আব্দুর রহিম শেখ, বাদশা ছৈয়াল, মোজাম্মেল হোসেন, ওসমান আলী, ফারুক বিশ্বাস, রাশেদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত জনসাধারণ বলেন, আগামীতে এ ধরণের জনবান্ধব নেতাকে আমরা চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

বগুড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় দুর্বৃত্তরা মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা
(৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে এবং হাত-পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে।

বুধবার সকালে উপজেলা পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামে তার বাড়ির কাছে পুকুরপাড় থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত মোস্তাফিজার রহমান শিবগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং এমএবি ইটভাটার মালিক ছিলেন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। স্থানীয়দের ধারণা, বালু ও ইট ব্যবসা নিয়ে বিরোধেই তিনি নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মোস্তাফিজার প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আলাদীপুরে তার ইটভাটায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর তিনি বাড়ি না ফিরলে স্ত্রী ও স্বজনরা ফোন দিলেও কেউ ধরেননি।

বুধবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে নিজস্ব পুকুরপাড়ে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তার হাত-পায়ের রগ ও গলাকাটা, পা ভাঙা এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে অন্য কোথায় হত্যা করে বাড়ির কাছে পুকুরপাড়ে মরদেহ ফেলে দেয়া হয়েছে।

তারা আরও জানান, মোস্তাফিজার একসময় নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার নামে মামলাও ছিল। গত ১০ বছরের বেশি সময় বালুর ব্যবসা

করেন; একটি ইটভাটার মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য হন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে মোস্তাফিজার হত্যার কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দুর্বৃত্তরা তার ঘাড়ে চাপাতির আঘাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঝিনাইদহের মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের ২নং মধুহাটী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার বাজার গোপালপুরে মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরমেয়র আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিচুর রহমান খোকা, কোটচাদপুর পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশিদুল আলম রশিদ, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক আব্দুল হান্নান, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক মিনা, সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, নাজির উদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ, ইছাহাক আলী জোয়ার্দ্দার, কবির হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম ও আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফ হোসেন।

বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়নের জোয়ার দেখে বিএনপির গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এছাড়াও তৃনমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে দক্ষতা অর্জন জরুরী: ইনু

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি বলেছেন, ধর্ষকদের দমন করতে যে আইন করা হচ্ছে সেই আইনকে কার্যকরী করার জন্যে দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যাতে দ্রুততার সঙ্গে এই আইন বাস্তবায়ন করা যায়।

রোববার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ানে আব্দুর রাফেত বিশ্বাস কলেজের নব নির্মিত চার তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ইনু বলেন, এ মুহূর্তে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। রয়েছে সংঘবদ্ধ ধর্ষক বাহিনী, লুটপাট বাহিনী ও বাজার সিন্ডিকেট। এই বাজার সিন্ডিকেটকে দমন করার জন্যে স্থায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- মিরপুর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার রকিবুল হাসান, কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপন, নেতা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কারশেদ আলমসহ কলেজের শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা।

ঝিনাইদহে যুবলীগের উদ্যোগে শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী পালন

ঝিানইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। রোববার বিকেলে আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে এ জন্মবার্ষিকী পালণ করা হয়।

এ উপলক্ষে র্যালী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অুনষ্ঠিত হয়েছে। যুবলীগ নেতাকর্মীরা শহরের ওয়াজির আলী স্কুল থেকে একটি আনন্দ র্যালী বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পোস্ট অফিস মোড়ে এসে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

সদর থানা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল রাজার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক লীগের সাবেক সভাপতি আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন,

যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গির আলম, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক হারুনর রশিদ, পৌর যুবলীগের আহবায়ক কাজী জাহিদ হাসান দিপুল, যুগ্ম-আহবায়ক রাম সরকার, আব্দুল্লাহ আল মামুন। পরে সন্ধ্যায় শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় তাঁতী লীগের শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন পালন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে জেলা তাঁতী লীগের কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণসম্পাদক হারুন অর রশীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খান শামীম সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। পরে কেক কাটা হয়।

এসময় জেলা তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সাগান্না ইউনিয়নে শেখ রাসেলের জন্মদিন উৎযাপিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী-যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শেখ রুহুল আমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মো: মোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মো: শাহীন রেজা সাঈদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, সে¦চ্ছাসেবকলীগ সহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম(ভারপ্রাপ্ত),৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মোখলেসুর রহমান শিলু (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, আলিমদ্দিন, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আ: মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক, শাহাদাৎ হোসেন সদা, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, আ: সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক, হারুন পাঠান, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, আকরাম মালিতা (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, কাঈয়ুম মোল্লা, ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, সনজের আলী বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক, আরিফ সর্দার।

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ: সভাপতি, জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: নাজমুল হক তুরফি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গাজী আবদুল হালিম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, আকবর হোসেন।

সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আমির হোসেন। সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক মো: ফজলু করিম ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালক করেন, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মো: ফজলু করিম।

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে কিশোরকে রাতভর নির্যাতন

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়িতে এক কিশোরকে রাতভর নির্যাতনের অীভযোগ পাওয়া গেছে। কুমারখালী উপজেলায় আওয়ামী লীগের নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বুধবার রাতে কিশোরকে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ওই কিশোরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় তার পরিবার। এখন আওয়ামী লীগ নেতার ভয়ে পরিবারটি পুলিশকে ঘটনা জানানোরও সাহস পাচ্ছে না।

মারধরের শিকার কিশোরের নাম কামরুজ্জামান (১৬)। সে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বুরুলিয়া গ্রামের সমসের আলীর ছেলে। কামরুজ্জামান কাতলাগাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

কামরুজ্জামানকে কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের ৮ নম্বর রাজাপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনছার আলী মিস্ত্রির বাড়িতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। তাকে আনছারের ছেলে শুকুর আলী, একই ওয়ার্ডের বাবলু মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা ও মৃত মসলেম মোল্লার ছেলে তাইজাল মোল্লা ধরে নিয়ে যান।

শনিবার আনছার আলী বলেন, তিনি বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজ পড়তে উঠে জানতে পারেন, শুকুর একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে ঘরে আটকে রেখেছে। কথা বললে ছেলেটি জানায়, তাকে খুব মারধর করা হয়েছে। ব্যস্ততা থাকায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে কী হয়েছে, জানা নেই। এমন ঘটনা আগেই পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। এ জন্য তিনি ক্ষমা চান।

ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান জানায়, গত বুধবার সে রাজাপুর গ্রামে বোনের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামটির মসজিদের সামনে পৌঁছালে শুকুর, রানা ও তাইজাল মোটরসাইকেলে করে তাকে ধরে নিয়ে যান। বাড়িতে আটকে রেখে রাতে তাকে রড ও গাছের ডাল দিয়ে পেটানো হয়। ফজরের আজানের সময় তার পরিবারকে ফোন দেওয়া হয়। ফোন পেয়ে তার চাচা মো. বাদশা ও মো. সোহেল সেখানে যান।

সেখানে কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। না দিলে হয় তাকে মেরে ফেলা হবে, না হয় মাদকসহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। দুপুরে ১০ হাজার টাকা দিয়ে কামরুজ্জামানকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।
শুকুর আলীকে তার মুঠোফোন নম্বরে কল করা হলেও পাওয়া যায় নি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ঘটনায় এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো অপরাধ করে কেউ পার পাবে না। ভুক্তভোগীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

গাংনী পৌরসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো-সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগনের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়ের দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন “শহরে ভোট” শীর্ষক সক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী। সাক্ষাতকার গ্রহন করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় পৌর নির্বাচনে কেন অংশ নিতে চান?

আহম্মেদ আলী: আমি ২০০৪ সালে যখন প্রথম গাংনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হই তখন এটা নতুন ছিল। পৌরসভার কর্মকান্ড ছিল না বলেলই চলে। পরবর্তিতে পুনরায় মেয়র হওয়ার পর গাংনী পৌরসভাকে “সি” গ্রেড থেকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করি। পরবর্তিতে ২০১৬ সালের পৌর

নির্বাচনে আমি আবারও দলীয় প্রতিক নৌকা পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। কিন্তু প্রশাসন ও দলীয় কিছু অসাধু লোক সড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করে। সেই সাথে জামাত বিএনপির লোককে মেয়র নির্বাচিত করে।

বর্তমানে গাংনী পৌরসভার যে দুরর্বাস্থা এজন্য সে দায়ী। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৌরবাসিরা বিভিন্নভাবে ভোগান্তির স্বীকার। আমি গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে রুপান্তর সহ সকল নাগরিক সুবিধা সু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুতু আশাবাদী?

আহম্মেদ আলী: আমি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমি ইতি মধ্যে দলীয় সমর্থন পেয়ে দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছি। আমি শতভাগ আশা করি, আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: গাংনীর রাজনীতিতে কোন বিভক্তি আছে কিনা? ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

আহম্মেদ আলী: আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এখানে একাধিক প্রার্থী থাকবেই। আমরা সবাই নৌকার লোক। গতবারের মত ঘটনা এবার নির্বাচনে হবে না। দলে বিভক্তি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?
আহম্মেদ আলী: আমি বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভায় যা উন্নয়ন হয়েছে এরকম উন্নয়ন আর হয়নি। আমি কোনদিন নারগিকদের অধিকার নিয়ে খেলা করিনি। যততুটু পেরেছি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। অন্য কোন দল বা আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী কেউ নির্বাচন করলে জনগণ তাকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আহম্মেদ আলী: গাংনী পৌরসভাকে পনরায় নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমান পৌরসভার যা অবস্থা অত্যন্ত করুন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাকি, লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, বিভিন্ন ভাবে জনগনের কাছ থেকে টাকা আদায়, ট্যক্সের কারনে নাগরিক সনদ না দেওয়া এরকম অনেক অনিয়ম আছে পৌরসভায়। যে গুলো দুর করতে হবে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করবো। গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে উন্নিত করবো। তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা বেশি পাবো।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় মেয়র প্রার্থী টোটনের মতবিনিময়সভা

আসন্ন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন জেলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় জেলা আওয়ামীলীগের নতুন কার্যালয়ে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগ মতবিনিময়সভার আয়োজন করে।

পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক প্রবীণ রাজনীতিবিদ আলাউদ্দিন হেলার সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা একটি প্রথম শ্রেনীর পৌরসভা। এখানকার নাগরিকরা সবাই প্রথম শ্রেনীর নাগরিক। এজন্য গুরুত্বপূর্ন এই পৌরসভার মেয়র হতে হয় একজন অতি দায়িত্বশীল মানুষকে।

তিনি তাঁর মেয়াদের পাঁচ বছরে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে আধুনিক পৌরসভার মডেল করে তুলে ধরেছিলেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে। তিনি বলেন, এডিবি থেকে পাওয়া ৮০ কোটি টাকা রেখে তিনি পৌরসভা ছেড়েছিলেন। তার আগে তিনি বিশ্বব্যাংকের দরজায়ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের জন্য কড়া নেড়েছিলেন। তিনি পরিতাপের সাথে বলেন, চুয়াডাঙ্গাবাসির সিদ্ধান্তে মেয়র পরিবর্তন হয়েছে। কিন্ত

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় আর একটি টাকাও আসেনি।

তিনি আরও বলেন, পৌরসভা একটি কাজের জায়গা,এটা কিছুতেই অভিনয়ের জায়গা না। এই চেয়ারে বসে পৌরবাসির উন্নয়নে কাজ করতে হয়। কিন্ত পাঁচটি বছর কোন কাজ হয়নি। কারন হিসেবে তিনি বলেন, সরকারের দেওয়া টাকায় পৌরসভা চলেনা। পৌরসভাকে চালাতে হলে টাকা বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির কাছ থেকে আনতে হয়। এই টাকা আনতেও যোগ্যতা লাগে। তিনি সাংবাদিকদের মাধমে চুয়াডাঙ্গাবাসির কাছে এবার যোগ্য মেয়র নির্বাচনের আহ্বান জানান।

জেলা পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম শাহানের পরিচালনায় মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর, সাধারন সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম, জেড আলম ও প্রবীণ সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন।